1

Date
Page

M.A Sem - IV OEC 4.1 (Group A + B)

Topic

Group A :- Analysis of some Indian Ragas mainly used in light classical Songs (Kafi, Khambaj, Pilu, Desh, Bhairabi, Tilang)

And

Group - B :- Analysis of some Indian Ragas Mainly Used in Tappa, Thumri, Dadra.

১। ঠাট-কাফী। ২। আরোহণ — সা রে গ ম প ধ নি র্সা, অবরোহণ — র্সা নি ধ প ম গ রে সা। ৩। জাতি — সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। ৪। বাদী—প, সম্বাদী—সা। ৫। অঙ্গ—পূর্ব্বাঙ্গ। ৬। পরিবেশনের সময়— মধ্যরাত্রি। ৭। প্রকৃতি — চঞ্চল। ৮। পকড় — সা সা, রে রে, গ গ, ম ম, প। ৯। ন্যাসস্বর — রে, গ, ম ও প। কাফী ঠাটের স্বরূপ — সা রে গ ম প ধ নি।

এই রাগে গ ও নি কোমল, বাকী সব স্বর শুদ্ধ। কখনও কখনও শুদ্ধ গ বা শুদ্ধ নি ব্যবহার হইয়া থাকে। উক্ত রাগে ধ্রুপদ, ঠুংরী এবং ভজন গানই বেশী শুনিতে পাওয়া যায়। কর্ণাটকী সঙ্গীতে এই রাগটির নাম 'খরহর প্রিয়া'। এই রাগে খেয়াল গান বেশী শোনা না গেলেও কাফী ঠাটাশ্রিত (গ, নি) রাগে বেশ কয়েকটি লোকপ্রিয় তথা সুপ্রচলিত রাগ পাওয়া যায়। সুতরাং এই রাগটি অনুশীলন করা বিশেষ প্রয়োজন।

স্বরবিস্তার বা আলাপ—

১। ঠাট — কাফী। ২। আরোহণ — নি সা, গ রে গ, ম প, ধপ, নি ধ প, সাঁ অবরোহণ — সাঁ নি ধ প ম গ, নি সা। ৩। জাতি — সম্পূর্ণ — সম্পূর্ণ। ৪। বাদী — গ, সম্বাদী — নি। ৫। অঙ্গ — পূর্ব্বাঙ্গ। ৬। পরিবেশনের সময় দিবা তৃতীয় প্রহর (১২টা — ৩টা)। ৭। প্রকৃতি — চঞ্চল। ৮। পকড় — নি সা গ নি সা, প ধ নি সা। ৯। ন্যাসস্বর — গ, প ও নি।

ইহা ক্ষুদ্র প্রকৃতির রাগ। অনেক গুণী 'পীলু' কে রাগ পর্য্যায়ে না ফেলিয়া 'ধুন' বলিয়া থাকেন। ভৈরবী, ভীমপলশ্রী, গৌরী ও খাম্বাজ রাগের সংমিশ্রণে উক্ত রাগটি সৃষ্ট। ভৈরবী রাগের ন্যায় উক্ত রাগটিতে সপ্তকের বারোটি স্বরই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে এবং পরিবেশনের সময় সম্বন্ধেও বিশেষ কোন বিধিবদ্ধতা নাই। তবে আরোহণ গতিতে শুদ্ধ স্বর প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই রাগটিকে কাফি ঠাটাশ্রিত করা হইয়াছে বটে কিন্তু স্বর-সঙ্গতিতে কাফী ঠাটের সহিত মিল দেখা যায় না। পিলু রাগের বিস্তার উত্তরাঙ্গে বড় একটা হয় না এবং ইহার বয়স অতি অল্প, ফলে প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনেক গুণী মনে করেন যে, লোকসঙ্গীত-এর সুরের আধারে এই রাগের জন্ম। উক্ত রাগের স্বর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও গুণীজন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। এই রাগে সাধারণতঃ হাল্‌কা চালের গান যেমন ঠুংরী, ভজন, দাদরা ও টপ্পা ইত্যাদি বিশেষ করিয়া যন্ত্র সঙ্গীতে পীলু রাগ বাজাইতে বেশী শোনা যায়। সেনী ঘরাণায় পীলু রাগটির স্বরূপ হইল — অরোহ ঃ সা রে গ ম প ধ নি সাঁ। অবরোহ ঃ সাঁ নি ধ প ম গ রে সা।

**রাগ — দেশ**

১। ঠাট — খাম্বাজ। ২। আরোহণ — সা, রে, ম প, নি সাঁ, অবরোহণ — সাঁ নি̲ ধ প, ম গ রে, গ সা। ৩। জাতি — ঔড়ব-সম্পূর্ণ। ৪। বাদী — রে, সম্বাদী — প ভিন্নমতে প, রে। ৫। অঙ্গ — পূর্ব্বাঙ্গ। ৬। পরিবেশনের সময় — রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (৯টা — ১২টা)। ৭। প্রকৃতি — শান্ত। ৮। পকড় — রে, ম প, নি̲ ধ প, পধ পম, গ রে গ-সা। ৯। ন্যাসস্বর — রে, প। এই রাগে আরোহণে গ ও ধ স্বর দুইটি বর্জ্জিত। অবরোহণে কোমল নি̲ প্রয়োগ হইয়া থাকে, বাকী সব স্বর শুদ্ধ। সুরট্ নামক রাগের সহিত উক্ত রাগের বিশেষ মিল দেখা যায়। এই রাগে ধ্রুপদ তথা হাল্কা চালের গান ঠুংরী, ভজন ইত্যাদি বেশী শোনা যায় এবং রাগ রূপে করুণ রসের ভাব সুস্পষ্ট।

## রাগ — ভৈরবী



১। ঠাট — ভৈরবী। ২। আরোহণ — সা রে॒ গ॒ ম প ধ॒ নি॒ সাঁ, অবরোহণ — সাঁ নি॒ ধ॒ প ম গ॒ রে॒ সা। ৩। জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। ৪। বাদী — ম; সম্বাদী — সা; মতান্তরে ধ॒ ও রে॒। ৫। অঙ্গ — উত্তরাঙ্গ। ৬। প্রকৃতি — চঞ্চল। ৭। পরিবেশনের সময় —দিবা প্রথম প্রহর (৬টা — ৯টা)। ৮। পকড় — ম, গ॒ সা রে॒ সা ধ॒ নি॒ সা। ৯। ন্যাসস্বর — গ॒, ম, প। ভৈরবী ঠাটের স্বরূপ — সা রে॒ গ॒ ম প ধ॒ নি॒।

এই রাগে রে॒ গ॒ ধ॒ নি॒ স্বরগুলি কোমল। বাকী সব স্বর শুদ্ধ। যদিও বর্ত্তমানে শিল্পীগণ সৌন্দর্য্যের খাতিরে সপ্তকের ১২টি স্বরই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা বর্ত্তমানে দোষণীয় নহে। এই রাগটি বিশেষ লোকপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত। ভৈরবী রাগে খেয়াল গান বড় একটা শোনা যায় না। সাধারণতঃ হাল্কাচালের যথা — ঠুংরী, ভজন, গজল ইত্যাদি গানই বেশী শোনা যায়। অনেকের ধারণা ভৈরবী রাগ ভৈরব হইতেও বয়সে প্রাচীন। আবার অনেক গুণী মনে করেন যে, 'ভীরবা' নামক এক প্রাচীন উপজাতির গানের সুর হইতে ভৈরবী রাগের জন্ম। বর্ত্তমানের ন্যায় প্রাচীনকালে এই রাগে রে॒, গ॒, ধ॒, নি॒ কোমল ছিল না। পন্ডিত লোচন-এর মতানুসারে ভৈরবী রাগের সব স্বর শুদ্ধ অর্থাৎ তৎসময়ে গ॒, নি॒ স্বরকে শুদ্ধ মানা হইত সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাফী রাগের বা ঠাটের স্বরূপের সহিত তখনকার ভৈরবীর মিল ছিল।

রাগ — তিলং

১। ঠাট — খাম্বাজ। ২। আরোহণ — সা গ ম প নি সাঁ, অবরোহণ — সাঁ, নি, প, মগ, সা। ৩। জাতি — ঔড়ব-ঔড়ব। ৪। বাদী — গ। সম্বাদী — নি। ৫। অঙ্গ — পূর্ব্বাঙ্গ। ৬। পরিবেশনের সময় — রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (৯টা — ১২টা)। ৭। প্রকৃতি — চঞ্চল। ৮। পকড় — নি প, গ ম গ। ৯। ন্যাসস্বর — গ ও প। এই রাগে রে ও ধ স্বর দুইটি বর্জ্জিত এবং আরোহণে শুদ্ধ ও অবরোহণে কোমল নি প্রয়োগ হইয়া থাকে। অনেকে বিবাদী স্বর হিসাবে শুদ্ধ ঋষভ অবরোহণে ঈষৎ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কোমল নি প, গ ম গ এই স্বরসঙ্গতি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ এবং পঞ্চম স্বরটি প্রবল। মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে বিস্তার বেশী হয়, পূর্ব্বাঙ্গে এই রাগের বিস্তার কম করা শ্রেয়। পূর্ব্বাঙ্গে বিস্তারের প্রাবল্যহেতু ঝিঁঝিট রাগের ছায়াপাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। এই রাগে সাধারণতঃ হাল্‌কা চালের গান যথা — ঠুংরী, ভজন, রাগপ্রধান ইত্যাদি গান বেশী হইয়া থাকে, খেয়াল গান হয় না।

## রাগ — খাম্বাজ বা খমাজ

১। ঠাট — খাম্বাজ। ২। আরোহণ — সা, গ ম, প, ধ, নি সাঁ, অবরোহণ — সাঁ নি ধ প, ম গ, রে সা। ৩। জাতি — ষাড়ব-সম্পূর্ণ। ৪। বাদী — "গ", সম্বাদী — "নি"। ৫। অঙ্গ — পূর্ব্বাঙ্গ। ৬। পরিবেশনের সময় — রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (৯টা — ১২টা)।

৭। প্রকৃতি — চঞ্চল। ৮। পকড় — নি ধ, ম প, ধ, ম গ। ৯। ন্যাসস্বর — সা, গ, প ও ধ। খাম্বাজ রাগকে অনেকে "খামাজ"ও বলিয়া থাকেন। এই রাগটি বিশেষ প্রাচীন। অনেকের ধারণা দার্শনিক আমীর খসরু পারসিক রাগের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটাইয়া খাম্বাজ সৃষ্টি করিয়াছেন। খাম্বাজ ঠাটের স্বরূপ — সা রে গ ম প ধ নি। এই রাগে অবরোহণ গতিতে কোমল "নি" প্রয়োগ হয়। উভয় প্রকার নিষাদ এই রাগে প্রযোজ্য। বাকী সব স্বর শুদ্ধ। সা গ ম ধ নি সাঁ বা সা গ ম প নি সাঁ এই ভাবেও স্বর প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। নি ধ ম, গ ম ধ নি সাঁ; সা গ ম। এই স্বর বিন্যাস রাগে মহত্তপূর্ণ। ইহা পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। আরোহণে ধৈবতের স্থান দুর্ব্বল কিন্তু অবরোহণ গতিতে বক্র ভাবে পঞ্চম বেশী প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল বলিয়া খেয়াল গান বড় একটা শোনা যায় না তবে, শৃঙ্গার রসাত্মক ঠুংরী-ভজন ইত্যাদি হাল্কা চালের গানই বেশী প্রচলিত। এই রাগটির সঙ্গে 'ঝিঁঝিট' রাগের বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয় যাহা বাংলাদেশে পল্লী সঙ্গীতে বেশী প্রয়োগ হইয়া থাকে।